**কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :**

|  |  |
| --- | --- |
| ১। উপজেলাঃ | কেরানীগঞ্জ |
| ২। জেলাঃ | ঢাকা |
| ৩। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ | সরকারি: ১২৮টিশিশু কল্যাণ: ০১টি | ৪। মোট ক্লাস্টারসংখ্যাঃ | ০৬ |
| ৫। মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যাঃ | ১১১২৭৯ জন | ৬। মোট শিক্ষক সংখ্যাঃ | ৯৪৮ |
| ৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালু করণের তারিখঃ | ১ম ধাপ: ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২১২য় ধাপ: ০২ মার্চ, ২০২২ |
| ৮। ডিপিই’র ওয়েবসাইটে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ? | প্রযোজ্য নয় |
| ৯। জনবহুলস্থানে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ?  | প্রযোজ্য নয় |
| ১০। কোভিড কালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ | নাই |
| ১১। অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণের তারিখঃ | প্রযোজ্য নয় |
| ১২। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নামঃ | মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া |
| ১৩। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইলঃ | ueo.keranigonj.dha@gmail.com |
| ১৪। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইলঃ | **01712596957** |

**কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।**

**ক. বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ বিষয়ক তথ্য**

| **ক্রমিক নং** | **বিষয়** | **গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ** |
| --- | --- | --- |
| ১.০ | উপকরণ ক্রয়ঃ | বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণের জন্য প্রস্তুতি হিসেবে সকল বিদ্যালয়ে মাস্ক, স্বাস্থ্য বিষয়ক রেজিস্টার, নন-কন্ট্রাক্ট থার্মোমিটার, ব্লিচিং, সাবান, স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ, ঢাকনাযুক্ত ঝুড়ি, পরিস্কারক সামগ্রী (হারপিক, গুঁড়া সাবান, ঝাড়ু,ব্রাশ) জীবানুনাশক স্প্রে, দপ্তরীর গামবুট, হ্যান্ড গ্লাভস্ ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে। |
| ২.০ | পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাঃ | বিদ্যালয় কার্যক্রম পুনরায় শুরুর পূর্বে প্রতিটি বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ, মাঠ, আঙ্গিনা,ছাদ, আশেপাশের এলাকা ভালোভাবে পরিস্কার করে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়েছে। সকল শিক্ষা অফিসার এই বিষয়টি তদারকি করেছেন। |
| ৩.০ | হাত ধোয়ার ব্যবস্থাঃ | উপজেলার ১২৮টি বিদ্যালয়েই হাত ধোয়ার জন্য সাবান/হ্যান্ডওয়াশ এবং নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে বেসিন স্থাপন করা হয়েছে। |
| ৪.০ | স্বাস্থ্য রেজিস্টার | স্বাস্থ্য বিষয়ক রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে এবং ইউএইচএফপিও মহোদয় এবং পার্শ্ববর্তী কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্যকর্মীর মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করা হয়েছে। |
| ৫.০ | প্রচারনা কার্যক্রম | বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন: মসজিদ, মন্দিরে কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষার জন্য করনীয় সম্পর্কে আলোচনা, এলাকায় মাইকিং, হাতে লিখে লিফলেট বিতরণ, বিদ্যালেয়র সদর দরজায় নির্দেশনা লিখে পোস্টার লাগানো হয়েছে। |
| ৬.০ | অবহিতকরণ সভা | বিদ্যালয়ের অংশীজন যেমন- শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি’র সদস্য, পিটিএ কমিটির সদস্যদের সাথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অফলাইনে এবং মেসেঞ্জার, হোয়াটস অ্যাপ বা জুমের মাধ্যমে সচেতনতামূলক এবং কোভিড-১৯ বিস্তার রোধ কল্পে করণীয় ও বর্জণীয় সম্পর্কে সভা করা হয়েছে। |
| ৭.০ | কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থের উৎস | স্লিপ/বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোভিড-১৯ বিস্তার রোধকল্পে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সর্বাগ্রে বিবেচনায় অর্থ ব্যয় করা হয়। |
| ৮.০ | শিক্ষার্থী ব্যবস্থাপনা | শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আসন বিন্যাস নিশ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের দূরত্ব বজায় রেখে সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। |

**খ. বিদ্যালয়কার্যক্রমচলাকালীনতথ্য**

| **ক্রমিকনং** | **নির্দেশিকা(গাইডলাইন)** | **গৃহীতকার্যক্রম** |
| --- | --- | --- |
| ০১ | ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার  | উপজেলার ১২৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার নিশ্চিত করা হয়েছে। |
| ০২ | কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা | ২২ জন |
| ০৩ | কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা | নাই |
| ০৪ | বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় গৃহীত কার্যক্রম | * প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সারিবদ্ধভাবে প্রবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে।
* প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্ট্রাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা যাচাই করা হয়েছে।
* সকল শিক্ষার্থী মাস্ক পরিধান করেছে।
* তাপমাত্রা বেশি হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ/ আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
 |
| ০৫ | শ্রেণি ব্যবস্থাপনা | সামাজিক দূরত্ব মেনে মাস্ক পরিধান করে শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস করা হয়েছে। |
| ০৬ | শ্রেণি কার্যক্রমের বাইরে শিখন ঘাটতি পূরনে গৃহীত কার্যক্রম | * অনলাইন ক্লাস
* সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার “ঘরে বসে শিখি” কার্যক্রম দেখতে পদক্ষেপ গ্রহণ।
* হোমভিজিট
* ওর্য়াকশীট বিতরণ ও সংরক্ষণ।
 |

**সার্বিক মন্তব্যঃ** দীঘসময় বিদ্যালয় বন্ধ থাকা ও কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং স্বাভাবিক শিখন কার্যক্রমে ফিরিয়ে আনাটা ছিলো একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। সেক্ষেত্রে মা সমাবেশ, অভিভাবক সমাবেশ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গের সাথে একাধিক সচেতনতামূলক সভা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মনোসামাজিক ভীতি দূর করার জন্য শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর পূর্বে কিছু সময় ইতিবাচক আলোচনা এবং সার্বিক পরিস্থিতি পূর্বের অবস্থায় আনতে আমাদের করাণীয় কি কি তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

 (মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া)

 উপজেলা শিক্ষা অফিসার

 কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।